ঈদের পর আসছে প্রথম দেশীয় ব্র্যান্ডের গাড়ি ‘বাংলা কার’

আধুনিক সব সুবিধা নিয়ে ঈদের পর বাজারে আসছে দেশীয় ব্র্যান্ডের প্রথম গাড়ি। মাত্র ৩০ লাখ টাকায় মিলবে সাত আসনের এ গাড়ি। এটি বাজারজাত করছে হোসেন গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের সহযোগী প্রতিষ্ঠান ‘বাংলা কারস লিমিটেড’। যাতে প্রথমবারের মতো ‘মেইড ইন বাংলাদেশ’ লেখা থাকবে।

করোনার প্রকোপ হ্রাসসহ সব কিছু ঠিক থাকলে আগামী বছরই দেশীয় ব্র্যান্ড ‘বাংলা গাড়ি’ রফতানিতে যাবে গ্রুপটি। প্রাথমিকভাবে ৩০টি গাড়ি ট্রায়ালে আছে, এরই মধ্যে ১০টি বিক্রি হয়ে গেছে।

হোসেন গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) জাকির হোসেন যুগান্তরকে বলেন, কোটি টাকা খরচে মার্সিডিজ-বিএমডব্লিউ গাড়িতে একজন গ্রাহক যে সুবিধা পান বাংলা গাড়িতে সে সুবিধা মিলবে মাত্র ৩০ লাখ টাকায়।

এটির বিশেষ বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অন্যতম হলো- গাড়িটি পোশাক খাতের মতো মেইড ইন বাংলাদেশ নাম বহন করবে। দেশকে গাড়ি উৎপাদনে নেতৃত্ব দেবে জাপান, চায়না ও ভারতের মতো। প্রথম পর্যায়ে দেশের ৮ বিভাগে থাকছে বাংলা গাড়ির শোরুম। তাছাড়া আরও ৩০টি শোরুম খুলতে যাচ্ছে নির্মাতা প্রতিষ্ঠান।

ইতোমধ্যে রাজধানীর তেজগাঁও ১৮১-১৮২ নম্বর ঠিকানায় ‘বাংলা কার’র একটি শোরুম চালু করা হয়েছে। যেখানে দেশীয় নিজস্ব ব্র্যান্ডের ৮ রঙের গাড়িটি সাজিয়ে রাখা হয়েছে। ২০২১ সালের নতুন মডেলের গাড়িও শোভা পাচ্ছে শোরুমে।

তিনি বলেন, বাংলা কার তৈরির কারখানা নারায়ণগঞ্জের পঞ্চবটিতে। সেখান থেকে ১২ ধরনের গাড়ি বাজারজাত করা হবে। এর মধ্যে থাকবে প্রাইভেট কার, ট্রাক, বাস, লরি ট্রাক, পিকআপ উল্লেখযোগ্য।

তবে গাড়ি বিক্রি কার্যক্রম শুরু হলেও আনুষ্ঠানিক যাত্রা এখনও শুরু হয়নি। ২৬ মার্চ এর উদ্বোধন হওয়ার কথা থাকলেও কোভিড পরিস্থিতির কারণে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান পিছিয়ে দেয়া হয়েছে। সব কিছু ঠিক থাকলে রোজার ঈদের পরই আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হবে।

জানা গেছে, বাংলাদেশের নিজস্ব ব্র্যান্ডের বাংলা গাড়ি নির্মাণের জন্য জাপান, ইন্দোনেশিয়া ও চীনের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করছে হোসেন গ্রুপ। ইশুজু ইঞ্জিন, জাপানি বডিতে নির্মিত গাড়িতে ‘লেখা থাকবে মেইড ইন বাংলাদেশ।’

এ প্রসঙ্গে এমডি বলেন, আমরা দেশীয় ব্র্যান্ড, দেশীয় ডিজাইনে গাড়ি ম্যানুফ্যাচারিংয়ে যাচ্ছি। ইসুজু জাপানিজ ইঞ্জিন, চায়না বডি এবং ইন্দোনেশিয়ার চেসিস দিয়ে গাড়িগুলো তৈরি করছি। এসব গাড়ি অন্য গাড়ি থেকে ভিন্ন। ফোটন বা মিতসুবিশি একটা বা দুটি মডেলের গাড়ি তৈরি করতে পারবে কিন্তু বাংলা কারস সব মডেলের গাড়ি তৈরি করতে পারবে। ১৫০০ থেকে ২৫০০ সিসি পর্যন্ত যেটা ক্রেতার চাহিদা সেটা আমরা তৈরি করে দিতে পারব। আবার ৮ রঙের গাড়ি থাকলেও ক্রেতা যদি অন্য কোনো রঙ পছন্দ করেন, আমরা সেটাও দিতে পারব। দেশের মাটিতে দেশের তৈরি গাড়ি হলো ‘বাংলা কার’। এটা বিদেশি গাড়ি নয়, নিজেদের নামে নিজেদের গাড়ি প্রথমবারের মতো আমরা উৎপাদন করছি। আগামী বছরের শুরু বা মাঝামাঝিতে রপ্তানিতে যাওয়ার চিন্তা করছি।

টয়োটা জাপানি কোম্পানি, হাভেল চায়নিজ কোম্পানি কিন্তু বাংলা কার আমাদের দেশীয় কোম্পানির গাড়ি। টাটার মতো আমরাও দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানি করব। আমরা এখন ট্রায়াল প্রডাকশনে আছি, জুন-জুলাইতে আমাদের আরও গাড়ি আসবে, পুরো বিশ্ব দেখবে যে ‘মেইড ইন বাংলাদেশের বাংলা গাড়ি।’

জুনে পিকআপ, ট্রাক নামবে। এরপর আমরা লরি, বাসসহ ১২ ধরনের গাড়ি নামাব। তাছাড়া ইলেকট্রিক গাড়ি নামবে আগামী বছর। পিএইচপি ফোটনের গাড়ি, প্রগতি মিতশুবিসির গাড়ি তৈরি করছে। আমাদেরটা নিজেদের গাড়ি। দেশের মাটিতে দেশের গাড়ি নির্মাণ হচ্ছে।

গাড়ির এ-টু-জেড ফ্যাসিলিটি বাংলাদেশে থেকেই পাবে। প্রতি বছর চার থেকে পাঁচ হাজার গাড়ি বাজারজাত করার ইচ্ছা আছে। ইলেকট্রিক মোটরসাইকেল, ইলেকট্রিক ভ্যাহিকেল, বড় লরি ট্রাক, সিমেন্টসহ যত ধরনের গাড়ি আছে সব গাড়ি উৎপাদন করব। তিনি বলেন, প্রতিটি গাড়িতে থাকছে ৫ বছরের ওয়ারেন্টি-গ্যারান্টি।

লকডাউনে ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্রদের জন্য প্রধানমন্ত্রীর অর্থ বরাদ্দ

করোনাভাইরাসের কারণে চলমান লকডাউনে ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র, দুঃস্থ, ভাসমান এবং অসচ্ছল মানুষকে সহায়তার জন্য ১০ কোটি ৫০ লাখ টাকা বরাদ্দ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে এসব অর্থ সহায়তা দেয়া হবে বলে বুধবার প্রধানমন্ত্রীর প্রেস উইংয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।

এতে বলা হয়, করোনাভাইরাসের কারণে চলমান লকডাউনে ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র, দুস্থ, ভাসমান এবং অসচ্ছল মানুষকে সহায়তার লক্ষ্যে জেলা প্রশাসকগণের অনুকূলে ১০ কোটি ৫০ লাখ টাকা বরাদ্দ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

মেহেরপুরে আরও দুই জন করোনায় আক্রান্ত

মেহেরপুর নতুন করে আরও দুই জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তারা সকলেই সদরে বাসিন্দা।

আজ সোমবার সন্ধ্যায় সিভিল সার্জন কার্যালয় সূত্র জানায়, গত ২৪ ঘন্টায় ১৪ জনের নমুনা পরীক্ষার রিপোর্টের মধ্যে পজেটিভ আসে দুই জনের। আর নেগেটিভ আসে ১২ জনের। নমুনা পাঠানো হয়েছে ২১ টি।

সূত্রে আরো জানা যায়, সর্বমোট ফলাফল এসেছে ৬৪২৪ টি, সর্বমোট পজিটিভ ৮৮৯ জন, সুস্থ ৭৬০ জন, মৃত্যু ১৮ জন ও ট্রান্সফার্ড ৬৪ জন।

বর্তমানে পজিটিভ সংখ্যা ৪৫ টি (সদরে ১৭ গাংনীতে ১৯মুজিবনগরে ০৯)।

১৪ মার্চ ২০২১ থেকে আজ পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা- ১১৯ জন।

ভিন্ন সূরে পাওয়া পজিটিভদের পরিচয়- মেহেরপুরের হরিরামপুরের ইসরাফিল হোসেন (২৯) ও শুভরাজপুরের আলিহিম মোল্লাহ (৬৫)।

কোটচাঁদপুরে দোকানে ভয়াবহ অগ্নিকান্ড, ৫টি দোকান ভষ্মিভূত

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর পৌর শহরের মেইন বাজারে ভয়াবহ অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটেছে। অগ্নিকান্ডের ঘটনায় ৫টি দোকান ভষ্মিভূত হয়েছে। সাধারণ মানুষের সহযোগিতায় ফায়ার সার্ভিসের ৪টি ইউনিট ৩ ঘন্টার প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রনে আনেন। এঘটনায় হতাহতের কোন ঘটনা ঘটেনি।

অগ্নিকান্ডে আশপাশের দোকান ও এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। গতকাল রবিবার রাত ৯ টার দিকে মেইন বাজারের দুধসারা রোডে ভয়াবহ এ অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে। দূর্ঘটনার সঠিক কারন এখনো পর্যন্ত জানা যায়নি। তবে প্রাথমিকভাবে ফায়ার সার্ভিস ও পুলিশের ধারণা বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হতে পারে।

পুলিশ জানায়, গতকাল রবিবার রাত ৯টার দিকে একটি টিনের মার্কেটে ভয়াবহ অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে। এসময় ফাষ্টফুড, কাগজ-বস্তা, সেলুন ও লন্ডিসহ একটি ঘি তৈরীর দোকান পুড়ে ছায় হয়ে যায়। অগ্নিকান্ডের ঘটনায় ২১ লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে পুলিশ জানায়।

কোটচাঁদপুর ফায়ার সার্ভিস ষ্টেশন মাষ্টার প্রদীপ কুমার মন্ডল জানান, খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌছায়। কোটচাঁদপুর সহ ঝিনাইদহ, কালিগঞ্জ ও মহেশপুরের ফায়ার সার্ভিসের ৪টি ইউনিট ৩ ঘন্টার চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন।

ঝিনাইদহ জেলা ফায়ার সার্ভিসের উপঃ সহকারি পরিচালক শামিমুল ইসলাম জানান, ঘটনাস্থলে পানির কোন ব্যবস্থা না থাকায় আগুন নিয়ন্ত্রণে

আনতে সময় লাগছে। এঘটনায় কেউ নিহত বা গুরুতর আহত হয়নি।

তিনি বলেন, তদন্ত কমিটি গঠন করে সঠিক তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত ঘটনা ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানা যাবে।

এদিকে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (কোটচাঁদপুর সার্কেল) মোহাইমিনুল ইসলাম, উপজেলা চেয়ারম্যান শরিফুন্নেছা মিকি, উপজেলা নির্বাহী অফিসার আসাদুজ্জামান রিপন, পৌর মেয়র সহিদুজ্জামান সেলিম, থানার অফিসার ইনচার্জ মঈন উদ্দিন সহ স্থানীয় রাজনৈতিক নেতারা।

করোনায় সব রেকর্ড ভেঙ্গে ১১২ জনের মৃত্যু

দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় করোনায় মৃত্যু হয়েছে আরও ১১২ জনের। এটি দেশে এখন পর্যন্ত একদিনে সর্বোচ্চ সংখ্যক মৃত্যুর রেকর্ড। এর আগে গত ১৬ ও ১৭ এপ্রিল করোনায় ১০১ জন করে মারা যান। আর ১৮ এপ্রিল করোনায় মারা যান ১০২ জন। এ নিয়ে দেশে মোট মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১০ হাজার ৪৯৭ জন।

সোমবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রেস বিজ্ঞপ্তি থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

গত চব্বিশ ঘণ্টায় নতুন শনাক্ত হয়েছে ৪ হাজার ২৭১ জন। এ নিয়ে মোট শনাক্ত হয়েছেন ৭ লাখ ২৩ হাজার ২২১ জন।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আরও উল্লেখ করা হয়, এদিন সুস্থ হয়েছেন আরও ৬ হাজার ৩৬৪ জন। এ পর্যন্ত মোট সুস্থ হয়েছেন ৬ লাখ ২১ হাজার ৩০০ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় রোগী শনাক্তের হার ১৭ দশমিক ৬৮ শতাংশ। আর এখন পর্যন্ত শনাক্তের হার ১৩ দশমিক ৯২ শতাংশ। শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার ৮৫ দশমিক ৯১ শতাংশ। শনাক্ত বিবেচনায় মৃত্যুর হার এক দশমিক ৪৫ শতাংশ।

বিশ্বকাপে খেলার সম্ভাবনা নিয়ে যা বললেন ডি ভিলিয়ার্স

ফর্মের তুঙ্গে থাকা অবস্থায় হুট করে ২০১৮ সালের মে মাসে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় বলে দিয়েছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার মারকুটে ব্যাটসম্যান এবি ডি ভিলিয়ার্স।

যা শুধু তার ভক্তদের নয়; গোটা ক্রিকেটবিশ্বকেই অবাক করে দেয় ভিলিয়ার্সের সেই সিদ্ধান্ত। ডি ভিলিয়ার্সের অবসর কেউ মেনে নিতে পারছিলেন না সে সময়।

চলমান আইপিএলে কোহলির দল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালুরুর হয়ে খেলছেন এই প্রোটিয়া তারকা।

এরই মাঝে ফের ভিলিয়ার্সের অবসরের প্রসঙ্গটি উঠে এসেছে। ফের গুঞ্জন শুরু হয়েছে, অক্টোবরে অনুষ্ঠিতব্য টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলার পরিকল্পনায় ফের আন্তর্জাতিকে ফিরছেন ডি ভিলিয়ার্স। যোগ দেবেন প্রোটিয়া শিবিরে।

সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধান কোচ মার্ক বাউচার এ ইস্যুতে কথা বলার পর বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলেছেন ভিলিয়ার্স।

আইপিএল শেষেই জাতীয় দলে ফেরার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন বলে জানিয়েছেন তিনি।

ভিলিয়ার্স বলেন, ‘গত বছর বাউচার আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, আমি অবসর ভেঙে জাতীয় দলে ফিরতে আগ্রহী কিনা। আমি বলেছিলাম- হ্যাঁ, বেশ আগ্রহী। তবে আগে আইপিএল শেষ হোক। ফর্ম ও ফিটনেসের দিক থেকে আমি কোথায় আছি, তা দেখি। এর পর তো তুমি আমাকে নেবে।’

অর্থাৎ তারকাখ্যাতির জন্য নয়; প্রোটিয়া দলে তার প্রয়োজন হলে তবেই ফিরবেন, এমনটিই জানালেন ভিলিয়ার্স।

বললেন, ‘দলের দিকেও দেখতে হবে। দলে এমন কয়েকজন আছে, যারা বেশ কয়েক দিন ধরে ভালো খেলছে। আমার জন্য যদি কোনো জায়গা না থাকে,

তা হলে সেটি ভালো হবে না। যদি সব কিছু ঠিক হয়, আর আমার জায়গা হয়, তা হলে দুর্দান্ত হবে। আইপিএলের শেষের দিকে বাউচারের সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা করব। সে জন্য অপেক্ষা করতেই হবে।’

তথ্যসূত্র: ইএসপিএন ক্রিক ইনফে

কাল সিঙ্গাপুর যাবে বিমানের বিশেষ ফ্লাইট

বিমান বাংলাদেশের এয়ারলাইন্সের জনসংযোগ কর্মকর্তা তানভীর আহমেদ আজ সোমবার (১৯ এপ্রিল) বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

কঠোর লকডাউনে আন্তর্জাতিক ফ্লাইট চলাচল নিষেধাজ্ঞা আরোপের পর সিঙ্গাপুরসহ মধ্যপ্রাচ্যের পাঁচটি দেশে আবার তা চালুর সিদ্ধান্ত নেয় সরকার। সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ওমান, কাতার ও সিঙ্গাপুরে এসব ফ্লাইট চলাচলের কথা ছিল। কিন্তু গত শনিবার ফ্লাইট চালুর প্রথম দিনেই ১৪টি ফ্লাইটের মধ্যে সাতটি ফ্লাইট বাতিল করায় দুর্ভোগে পড়েন প্রবাসী কর্মীরা।

এর মধ্যে ছিল বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের পাঁচটি ফ্লাইট। বাকি দুটির মধ্যে বেসরকারি ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনসের ওমানের ফ্লাইট ও ফ্লাই দুবাইয়ের একটি। এর মধ্যে সৌদি আরবের তিনটি ও সংযুক্ত আরব আমিরাতগামী চারটি ফ্লাইট ছিল।

তবে বিপর্যয় কাটিয়ে বিশেষ ফ্লাইটে করে গতকাল রবিবার সংযুক্ত আরব আমিরাতসহ চারটি দেশে যান প্রবাসীরা। যদিও সিঙ্গাপুরের বাতিল হওয়া বিমানের ফ্লাইটের বিষয়ে গতকাল রবিবার পর্যন্ত জানতে না পারায় কিছুটা উৎকণ্ঠার মধ্যে ছিলেন সিঙ্গাপুরের যাত্রীরা। গতকাল বিমানবন্দরে প্ল্যাকার্ড হাতে বিক্ষোভ করেন এই গন্তব্যের টিকিট কাটা যাত্রীরা। এর মধ্যেই বাংলাদেশ বিমানের বিশেষ ফ্লাইট মঙ্গলবার (২০ এপ্রিল) সিঙ্গাপুর যাবে বলে ঘোষণা এলো আজ।

চলমান ‘কঠোর লকডাউন’ আরো এক সপ্তাহ বাড়ল

দেশে করোনাভাইরাসের সংক্রমণের দ্বিতীয় ঢেউ কমাতে চলমান ‘কঠোর লকডাউনের’ মেয়াদ আরো এক সপ্তাহ বাড়ানো হয়েছে। আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই সিদ্ধান্ত এখন চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠানো হবে। প্রধানমন্ত্রী সম্মতি দিলে প্রজ্ঞাপন জারি হবে।

সোমবার (১৯ এপ্রিল) সকাল ১১ টায় মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলামের নেতৃত্বে ভার্চুয়ালি আন্তঃমন্ত্রণালয়ের এ বৈঠক হয়। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের লকডাউন বাড়ানোর বিষয়টি জানানো হয়।

এর আগে চলমান কঠোর লকডাউন আরো এক সপ্তাহ বাড়ানোর সুপারিশ করেছিল কভিড-১৯ সংক্রান্ত জাতীয় কারিগরি পরামর্শক কমিটি। রবিবার রাতে কমিটির ৩১তম সভায় লকডাউন বাড়ানোর প্রস্তাব গৃহীত হয়।

দেশে করোনাভাইরাসের দ্বিতীয় ঢেউয়ে সংক্রমণ ভয়াবহ আকার ধারণ করায় প্রথম দফায় গত ৫ এপ্রিল থেকে এক সপ্তাহের লকডাউন শুরু হয়, যে বিধিনিষেধের ধারাবাহিকতা চলে ১৩ এপ্রিল পর্যন্ত। এরপর দ্বিতীয় ধাপে ১৪ এপ্রিল থেকে সারাদেশে ‘কঠোর লকডাউন’ শুরু হয়। এটি শেষ হবে ২১ এপ্রিল। তার আগেই জাতীয় কমিটির লকডাউন বাড়ানোর এই সুপারিশ এলো।

অধ্যাপক মোহাম্মদ সহিদুল্লার সভাপতিত্বে রবিবার রাতে এক ভার্চুয়াল সভায় করোনা সংক্রমণের অবস্থা ও প্রতিরোধে গৃহীত পদক্ষেপ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সারাদেশে কভিড-১৯ এর উচ্চ সংক্রমণ ও ক্রমবর্ধমান মৃত্যুতে সভায় উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, জাতীয় কারিগরি পরামর্শক কমিটি কমপক্ষে দুই সপ্তাহের জন্য পূর্ণ লকডাউন সুপারিশ করেছিল। সরকার ইতোমধ্যে ১৪ এপ্রিল থেকে এক সপ্তাহের লকডাউন ঘোষণা করেছে। কমিটি এতে সন্তোষ প্রকাশ করে। যদিও বৈজ্ঞানিকভাবে দুই সপ্তাহের কম লকডাউনে কার্যকর ফলাফল আশা করা যায় না। দেশের অর্থনীতি সচল রাখার স্বার্থে শিল্প-

কলকারখানা খোলা রাখার বিষয়টি কমিটি উপলব্ধি করে। তবে বেসরকারি দপ্তর, ব্যাংক খোলা রাখা, ক্রমবর্ধমানভাবে ব্যক্তিগত গাড়ি চলাচল, ইফতার বাজারে অনাকাঙ্ক্ষিত ও অপ্রয়োজনীয় অতিরিক্ত ভিড় লকডাউনের সাফল্যকে অনিশ্চিত করেছে। পাশাপাশি সভা সামাজিক সমতার বিষয়েও নীতি নির্ধারকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে।

সভায় স্বাস্থ্য, ফায়ার সার্ভিস ও অন্য জরুরি সেবা ছাড়া সব কিছু বন্ধ রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়। খোলা রাখা জরুরি সেবার তালিকাও প্রকাশ করার অনুরোধ করেছে কমিটি। অন্যথায় বিরূপ পরিস্থিতির আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়। উদাহরণ হিসেবে চলমান লকডাউন এ চিকিৎসকসহ স্বাস্থ্যকর্মীদের ডিউটির জন্য চলাচলে বাধা ও অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার কথাও উল্লেখ করা হয়।

এ ছাড়া কাঁচাবাজার উন্মুক্ত স্থানে স্থাপনের প্রস্তাব দিয়ে আরো এক সপ্তাহের জন্য কঠোর লকডাউনের সুপারিশ করেছে কমিটি। পরবর্তী সপ্তাহ শেষ হওয়ার আগে সংক্রমণের হার বিবেচনা করে আবার সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে। ধীরে ধীরে লকডাউন শেষ করার পরিকল্পনা প্রস্তুত রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে ডিএনসিসি কভিড হাসপাতাল চালু হওয়ায় সরকারকে অভিনন্দন জানানো হয়। রোগী ভর্তির বাড়তি চাপ থাকায় দ্রুত আরও সক্ষমতা বাড়ানোর ব্যবস্থা গ্রহণের ওপর জোর দেওয়া হয়র্যানমুনা পরীক্ষা সহজলভ্য করার উদ্দেশ্যে কমিটি ইতোমধ্যে সরকারী নমুনা পরীক্ষা বিনামূল্যে করার পরামর্শ দিয়েছে। পিসিআর টেস্ট কিটের দাম উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাওয়ায় বেসরকারি পরীক্ষাগারে নমুনা পরীক্ষার মূল্য পূণনির্ধারণের পরামর্শ দেয়া হয়। এতে করে যেমন পরীক্ষার সংখ্যা বাড়বে, তেমনিভাবে সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে নিয়ে আসবে ও সাশ্রয়ীমূল্যে পরীক্ষা করা যাবে। সরকারি ল্যাবরেটরিতে চাপ কিছুটা কমবে। এতে রোগীদের পরীক্ষা ও রিপোর্ট দ্রুত প্রদান করে আইসোলেশন নিশ্চিত করা যাবে যা সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সরকারি/বেসরকারি সব হাসপাতাল, ক্লিনিকে গর্ভবতী করোনা/নন করোনা মায়েদের চিকিৎসা ব্যবস্থা নিশ্চিন্তে করার জন্য অনুরোধ করা হয়। করোনা ডেডিকেটেড হাসপাতালে অবশ্যই গর্ভবতী মায়েদের সেবার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। নতুন ডিএনসিসি হাসপাতালে গর্ভবর্তী মায়েদের একটা কর্ণার এ বিশেষায়িত (আইসিইউ) ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য অনুরোধ করা হয়। প্রতিটি হাসপাতাল

তার নিজস্ব সক্ষমতা অনুযায়ী চেইন অব রেফারেন্স সিস্টেম মেনে চলবেন।

সব মৃদু করোনা রোগীর বাড়িতে থেকে চিকিৎসা নিশ্চিত করার জন্য টেলিমেডিসিন সেবা অব্যাহত রাখা প্রয়োজন। সেই সঙ্গে কোয়ালিটি সেবা নিশ্চিত করার জন্য টেলিমেডিসিন সেবা নিয়মিত মনিটরিং জোরদার করা প্রয়োজন বলেও বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়।

দেশের সর্ববৃহৎ করোনা হাসপাতালের উদ্বোধন

দেশের সবচেয়ে বড় করোনা হাসপাতালের যাত্রা শুরু হল। এক হাজার বেডের এই হাসপাতালের নাম দেওয়া হয়েছে ‘ডিএনসিসি ডেডিকেটেড করোনা হাসপাতাল’।

রোববার স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক এই হাসপাতাল উদ্বোধন করেন। তিনি বলেন, ‘এটা দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে বড় করোনা ডেডিকেটেড হাসপাতাল।’

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের হিসাব অনুযায়ী, এখানে থাকবে ১০০ শয্যার (নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্র) আইসিইউ। ১১২টি এইচডিইউ স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া রোগীদের জন্য সেন্ট্রাল অক্সিজেন সরবরাহের ব্যবস্থাও রয়েছে।

ডিএনসিসি ডেডিকেটেড করোনা হাসপাতালের প্রকল্প পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এ কে এম নাসির বলেন, আগামীকাল সোমবার সকাল ৮টা থেকে এই হাসপাতালে রোগী ভর্তি শুরু হবে।

মহাখালীতে অবস্থিত ঢাকা নর্থ সিটি করপোরেশন মার্কেটে অবস্থিত এই হাসপাতালটির বিভিন্ন ফ্লোরে এখনও আইসোলেশন ফ্যাসিলিটি নির্মাণের কাজ চলছে।

এই হাসপাতালে চিকিৎসাসেবা দিতে ৫০০ চিকিৎসক, ৭০০ নার্স, ৭০০ স্টাফ এবং ওষুধ, বিভিন্ন সরঞ্জামের ব্যবস্থা করছে স্বাস্থ্য

মন্ত্রণালয়।

এমন সময় এই হাসপাতালটি উদ্বোধন করা হয়েছে, যখন হাসপাতালে করোনা রোগীদের জন্য শয্যা বিশেষ করে আইসিইউর তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে।

করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে দেশে সংক্রমণ মৃত্যু অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। রোগীদের সেবা দিতে হিমশিম খাচ্ছে হাসপাতালগুলো

একদিনে ভারতে করোনা কেড়ে নিল ১৫০০ প্রাণ

করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের বিধ্বস্ত ভারত। রোজ আক্রান্তের পরিসংখ্যান দুই লাখ ছাড়িয়ে গেছে গত কদিন ধরে। দৈনিক মৃত্যুর নতুন নতুন রেকর্ড হচ্ছে দেশটিতে। গত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে দেড় হাজারের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে।

ভারতের কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বরাত দিয়ে রোববার সকালে এই তথ্য জানিয়েছে দেশটির দুই প্রভাবশালী গণমাধ্যম টাইমস অব ইন্ডিয়া ও এনডিটিভি।

টাইমস অব ইন্ডিয়ার প্রতিবেদন বলছে, গত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে ২ লাখ ৬১ হাজার ৫০০ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ ধরা পড়েছে। এতে করে দেশটিতে করোনার রোগীর সংখ্যা বেড়ে দাড়িয়েছে ১ কোটি ৪৭ লাখ ৮৮ হাজার ১০৯ জনে। সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ১৮ লাখ ছাড়িয়ে গেছে।

আর গত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে করোনাভাইরাসে মৃত্যু হয়েছে ১৫০১ জনের। এ নিয়ে দেশটিত ১ লাখ ৭৭ হাজার ১৫০ জনের মৃত্যু হলো।

এর আগে শনিবার দেশটিতে ১ হাজার ৩৪১ জনের মৃত্যুর কথা জানানো হয়েছিল। গত বছর ১৬ সেপ্টেম্বরের পর থেকে সেটিই ছিল করোনায় আক্রান্ত হয়ে একদিনে মৃত্যুর সর্বোচ্চ সংখ্যা। করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের ধাক্কায় রোববার আগের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গেল।
গত ৯ মার্চ ভারতে করোনায় আক্রান্ত হয়ে দৈনিক মৃতের সংখ্যা কমে ৭৭-এ নেমে এসেছিল। কিন্তু তারপর দেড় মাসেরও কম সময়ের মধ্যে

দৈনিক মৃতের সংখ্যা ছাড়িয়ে গেল দেড় হাজার।

করোনা সংক্রমণ বেড়ে যাওয়ার ৩৯ তম দিন পার করছে ভারত।

বর্তমানে দেশটিতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ১৮ লাখেরও বেশি।

এদিকে শনিবার কেন্দ্রীয় সরকারের কয়েকটি দপ্তরের শীর্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছেন, ‘গত বছর একজোট হয়ে কভিডকে হারিয়েছিল ভারত। এবার ফের তা-ই করতে পারবে।’

অন্যদিকে সংক্রমণ আর করোনা-বিধির বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা না করে এখন পর্যন্ত ২৩ লাখ পুণ্যার্থী স্নান সেরেছেন কুম্ভে। মহামারির মধ্যে এই বিপুল সমাবেশ কেন প্রশ্ন উঠছে দেশে-বিদেশে।